৬৪

তারিখ 15 MAY 1997
পৃষ্ঠা ৭ কলাম ২

দৈনিক জনকণ্ঠ

ছাত্র সংঘর্ষের জের॥ ইসলামী ভার্সিটি বন্ধ ঘোষণা॥ ছাত্রছাত্রীদের হল ত্যাগ

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সংবাদদাতা।– ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বুধবার বন্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। ছাত্রছাত্রীদের গতকাল দুপুরের মধ্যে হল ত্যাগে বাধ্য করা হয়েছে। জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল গতকাল ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ধর্মঘট পালন করেছে। গত মঙ্গলবার ঘুমন্ত অবস্থায় থাকাকালীন সময়ে মৌলবাদী ছাত্র শিবিরের কতিপয় চিহ্নিত সন্ত্রাসীর নৃশংস হামলায় ছাত্রদলের দুই কর্মী গুরুতর আহত হওয়ায় ছাত্রদল উক্ত সন্ত্রাসীদের বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কার এবং যথার্থ শাস্তির দাবিতে গতকাল ক্যাম্পাসে ধর্মঘট পালন করে। ধর্মঘট চলাকালীন সময়ে ক্যাম্পাসে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের উপস্থিতি একেবারে নগণ্য ছিল। বিভিন্ন বিভাগের পরীক্ষা থাকলেও গতকাল কোন ক্লাস পরীক্ষা হয়নি। এছাড়া

(১৫ পৃঃ ৬-এর কঃ দেখুন)

(প্রথম পাতার পর) **ছাত্র সংঘর্ষের**

বিশ্ববিদ্যালয়ের তেমন কোন পরিবহন চলাচল করেনি। এই সময় শিবিরের নেতা-কর্মীরা ছাত্রদের দু'টি আবাসিক হলে অবস্থান করছিল। ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ (শা-পা) ধর্মঘট চলাকালীন সময়ে পৃথকভাবে ক্যাম্পাসে মিছিল-সমাবেশের আয়োজন করে। প্রচুর পুলিশের উপস্থিতিতে ছাত্রীদের বেলা ১১টা এবং ছাত্রদের দুপুর ১২টার মধ্যে হল ত্যাগে বাধ্য করা হয়। তবে হল ত্যাগের পর সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা তাদের নিজ এলাকায় চলে গেলেও বিবদমান ছাত্র সংগঠন ছাত্র শিবির, ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ ক্যাম্পাসের পার্শ্ববর্তী এলাকায় তাদের চিহ্নিত ঘাঁটিগুলোতে অবস্থান নিয়েছে। ছাত্র শিবির হল থেকে বেরিয়ে ক্যাম্পাস সংলগ্ন আনন্দনগর গ্রামে তাদের ঘাঁটি বলে পরিচিত বেশ কিছু মেস ও বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছে তাৎক্ষণিকভাবে। এ খবর জেনে ছাত্রদল ও ছাত্রলীগ তাদের শক্ত অবস্থান শেখপাড়া, বসন্তপুর, মদনডাঙ্গা ও শান্তিডাঙ্গায় অবস্থান গ্রহণ করেছে। ফলে ক্যাম্পাস সংলগ্ন এলাকাগুলোতে দারুণভাবে উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। যে কোন সময় বড় ধরনের সংঘর্ষের আশঙ্কা রয়েছে। তবে শেখপাড়া বাজারসহ বেশ কিছু জায়গায়ই পুলিশ মোতায়েন করা হয়েছে বলে জানা যায়। বিশ্ববিদ্যালয় আগামী ১ জুন পর্যন্ত বন্ধ থাকবে।

এদিকে গত মঙ্গলবার শিবির কর্তৃক দু'জন ছাত্রদল কর্মী আহত হওয়ার ঘটনা তদন্তে কর্তৃপক্ষ অর্থনীতি বিভাগের সহকারী অধ্যাপক সিরাজুল হককে আহ্বায়ক করে তিন সদস্যবিশিষ্ট একটি কমিটি গঠন করেছে। এই কমিটিকে আগামী ৮ জুনের মধ্যে তদন্ত রিপোর্ট কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দিতে বলা হয়েছে।